সেতু বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণাল/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সেতু বিভাগ	০১	০১ (স্ব-অর্থায়নে)	-	-	০১	০১	১২৭ %	০১	৭১.২৭%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ (এক)

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
Feasibility study for Construction of Bridges on Patuakhali-Amtali-Bargana-Kakchira road over the river Paira, On Bakerganj-Bauphal road over the river Karkhana, On Bhulta-Arihazar-Bancharampur road over the river Meghna, On Barguna-Pathargata road over the river Bishkhali and on Barisal-Bhola road over the river Kalabadar & Tetulia (1st Revised). শীর্ষক প্রকল্প	মোট: ৩৬৯৫.২৬ (মূল) জিও বি: ৩৬৯৫.২৬ ১ম সংশোধিত মোট: ৬৩২৯.০০ জিওবি: ৬৩২৯.০০	৩০/০৬/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

নং	সমস্যা	সুপারিশ
১.	প্রকল্প সমাপ্তির পর সংগৃহীত মালামাল সঠিকভাবে বুঝে না পাওয়া।	মালামাল বুঝে নেওয়া সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদনে ৪০টি টেবিলের মধ্যে ১১টি এবং ৪০টি সাধারণ চেয়ার-এর মধ্যে ১১টি পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, প্রিন্টার ডেস্ক ও সাইড টেবিল পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মালামাল না পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।
২.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া।	প্রকল্পের অনুকূলে কোন অডিট আপত্তি নেই বলে প্রকল্প অফিস থেকে বলা হলেও প্রকৃতভাবে প্রকল্পের আওতায় অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন বিষয়ে যথাযথ প্রমাণক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে অডিট সম্পন্ন না হয়ে থাকলে অডিট কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

Feasibility study for Construction of Bridges on Patuakhali-Amtali-Bargana-Kakchira road over the river Paira, On Bakerganj-Bauphal road over the river Karkhana, On Bhulta-Arihazar-Bancharampur road over the river Meghna, On Barguna-Pathargata road over the river Bishkhali and on Barisal-Bhola road over the river Kalabadar & Tetulia (1st Revised) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১. আইএমইডি'র সর্বশেষ পরিদর্শন:

সর্বশেষ পরির্দশনের সুপারিশমূহ	সুপারিশ বাস্তবায়নের অবস্থা
১। অবশিষ্ট ১টি সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে; যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যসম্পন্ন করা সম্ভব হয়।	১। অবশিষ্ট ১টি সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়েছে।
২। অনুমোদিত মেয়াদে সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে প্রকল্প সমাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।	২। অনুমোদিত মেয়াদে সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত প্রতিবেদনগুলো cross check করা যায় কিনা বিষয়টি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারে।	৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত প্রতিবেদনগুলো cross check করা হয়েছে।
৪। ভবিষ্যতে নিজস্ব অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিল যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে।	৪। ভবিষ্যতে নিজস্ব অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিল যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে।
৫। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ অফিস আদেশ-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাঞ্ছনীয় হবে।	৫। বর্তমানে অফিস আদেশ-এর মাধ্যমেই প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হচ্ছে।
৬। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন সকল স্টেকহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের উপস্থিতিতে উপস্থাপন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৬। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন সকল স্টেকহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের উপস্থিতিতে উপস্থাপন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।
৭। সমীক্ষার Findings IMED-তে প্রেরণ করতে হবে।	৭। সমীক্ষার Findings এর সফটকপি IMED-তে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	৮। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): সমীক্ষা

৩. ক) অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): স্ব অর্থায়ন
খ) উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নয়

৪. ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সেতু বিভাগ
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৫. (ক) **প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:**

(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৩৬৯৫.২৬	৩৬৯৫.২৬	-	-	৩০/০৬/২০১৭ হতে ৩০/১১/২০১৮	২২/০৬/২০১৭	-	-
সংশোধিত (১ম)	৬৩২৯.০০	৬৩২৯.০০	-	-	৩০/০৬/২০১৭ হতে ৩০/০৬/ ২০২০	০৪/১১/২০১৯	(+) ৭১.২৭%	(+) ১২৭ %

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ৭১.২৭ %

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ১২৭ %

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে): বিভাগ-২টি; জেলা-৭টি; উপজেলা-১২ টি

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ভুলতা, আড়াইহাজার, বাঞ্ছারামপুর
বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা	বরিশাল সদর, ভোলা সদর, পটুয়াখালী সদর, আমতলী, বরগুনা সদর, কাকচিরা, বাকেরগঞ্জ, বাউফল, পাথরঘাটা

৭. প্রকল্পের বিবরণ:

ক) **প্রকল্পের পটভূমি:**

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কিছু বৃহৎ সেতু যথা; পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মিত হলে ভোলার সাথে বরিশাল ও ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মিত হলে বরগুনা জেলার সাথে পটুয়াখালী ও বরিশালসহ ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তাছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মিত হলে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সাথে ঢাকার যাতায়াত ব্যবস্থায় সময় ও ব্যয় অনেক সাশ্রয় হবে। যার ফলে উক্ত স্থান সমূহে সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা;
- বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা;
- ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা;
- বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা; এবং
- বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা।

গ) প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম: প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালন।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

৮. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর এর ভিত্তিতে): (লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অনুমোদিত অঙ্গের নাম	একক	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪		০৫	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১।	পরামর্শক সেবা (আন্তর্জাতিক)	জনমাস	২৭	৫৬৫.২৬	১০০%	৫৬৫.২৬ (১০০%)
২।	পরামর্শক সেবা (স্থানীয়)	জনমাস	৪৮৪	১৪৩৯.৫০	৯৮.৭৩%	১৪২১.২০ ৯৮.৭৩%
৩।	পরামর্শক পুনর্ভরণ ব্যয়	থোক	থোক	২১০৮.৯৮ (১০৩.৭৪)	৮০.৫৭%	১৬৯৯.৩২ (১০৩.৪০)
৪।	ভ্যাট/টেক্স	থোক	থোক	২২১৫.২৬	৪৭.৫৫%	১০৫৩.৩৬
	উপ মোট (রাজস্ব)=			৬৩২৯.০০ (৬৬৯.০০)	৭৪.৮৮%	৪৭৩৯.১৪ (৬৯৭.৬০)
	সর্বমোট			৬৩২৯.০০ ৬৬৯.০০	৭৪.৮৮%	৪৭৩৯.১৪ (৬৯৭.৬০)

৯. অর্থ বছরভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপির সংস্থান (বৈঃ মুদ্রা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৭-২০১৮	৩০০০.০০ (৫৬৬.৪৫)	২১৭২.৬৪	১৯৬২.১০	১৯৬২.১০
২০১৮-২০১৯	৬৯৫.২৬ (৩৮.৫৫)	৪১৬.০৬	৮৩৭.৯৫	৮৩৭.৯৫
২০১৯-২০২০	---	৩৭৪০.৩০	১৯৩৯.০৮	১৯৩৯.০৮
মোটঃ		৬৩২৯.০০	৪৭৩৯.১৩	৪৭৩৯.১৩

নোট: প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হওয়ায় বছর ভিত্তিক যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থ ছাড় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০. (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১ টি (সেবা - ১টি)

(খ) পণ্য ও কার্যের প্রধান প্রধান প্যাকেজসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য (প্যাকেজ ভিত্তিক):

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		১.সর্বমোট দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২.চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম ৩.চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা কিনা?	মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত		সময় বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
এসডি-১	জুন/২০১৭ ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২১/০১/১৬	-	কিউসিবিএস	-	সিসিজিপি	-	০১.০৯.১৭	৩০/১১/১৮	৩০/০৬/২০	১. ১৪টি (শর্টলিস্টেড-০৫টি) ২. STUP Consultant Pvt. Ltd, India JV ৩. হ্যাঁ।	প্রকল্পের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধি পায়।

নোট: পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৬ সালের সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য সমীক্ষা প্রকল্পের ডিপিপি ছকে ক্রয় সংক্রান্ত কোন ছক ছিল না। সে জন্য উল্লিখিত সেবা ক্রয়ের জন্য ছক অনুযায়ী কোন তথ্য না থাকায় উপরোক্ত ছকের কলাম-৪, ৬ ও ৮ এ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হলো না।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর নাম ও আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল (নিয়োগ হতে সর্বশেষ) তারিখ পর্যন্ত	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একই সময় একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	০৯/১১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০	অতিরিক্ত	না	প্রযোজ্য নয়

১২। ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইউটিলিটি/ গাছ স্থানান্তর সংক্রান্ত বা অন্যান্য জটিলতা সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

১৩। অডিট সংক্রান্ত (হালনাগাদ তথ্য): কোন অডিট আপত্তি নাই।

অডিট কর্তৃপক্ষ(এক্সটারনা/ ইন্টারনাল, উল্লেখ করুন)	**অডিটের অর্থবছর**	**আপত্তির সংখ্যা**	**অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ**	**নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)**	**আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	-	-	-	-	-

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

১৪। **(ক) স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত:** ডিপিপি'তে পিএসসি ও পিআইসি সভার কোন সংস্থান ছিল না।

১৫। **প্রকল্পের ফলাফল স্থায়িত্বকরণ (**Sustainability Plan):

(ক) ডিপিপি/টিপিপি'র প্রভিশন- প্রকল্পটি যেহেতু বিশদ ডিজাইন ও দরপত্র দলিল প্রণয়নসহ সেতু নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প, সেহেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এ সেতুগুলো রক্ষণাবেক্ষনের জন্য অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হবে।

(খ) বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা (যদি থাকে) - সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি যেহেতু সমাপ্ত হয়েছে, সেহেতু আর কোন সমস্যা নেই। নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়ন সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১৬। **পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:** সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনাকালে পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট প্রস্তুত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে।

১৭। **ক) লগফ্রেম/ফলাফল কাঠামো অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জন:**

নং	বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	অর্জন	অর্জিত না হলে কারণ
১	**প্রকল্পের লক্ষ্য-** প্রকল্পের লক্ষ্য হল পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর এবং বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদার ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা।	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর এবং বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদার ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।	-
২.	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য-**		
	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল- পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর এবং বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদার ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা ও এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা।	• পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত। • বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত। • ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত। • বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত। • বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন	-
৩	**আউটপুট:** • দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা সড়কপথে সংযোগের আওতায় আসবে।	• নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো সড়ক সংযোগের আওতায় আসবে।	-

নং	বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	অর্জন	অর্জিত না হলে কারণ
	• মহাসড়কের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হবে।	• নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সড়কের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হবে।	
	• বাণিজ্যিক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিক আয় বাড়বে।	• নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এ কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে।	
	• দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটবে।	• নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটবে।	
	• দেশের জিডিপি'তে অবদান রাখবে।	• নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জিডিপি বাড়বে।	

খ) প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন (অনুচ্ছেদ ৭(গ) অনুযায়ী/প্যাকেজ ভিত্তিক):

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ৫টি প্রকল্পের বিশদ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ৫টি প্রকল্প হলো- (১) পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (২) বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে করখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (৩) ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (৪) বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণ; এবং (৫) বরিশাল-ভোলা সড়কে কলাবাদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ। মেঘনা সেতু নির্মাণের বিষয়ে জি টু জি এর আওতায় পিপিপি হিসেবে কোরিয়া দাইউ কোম্পানীর সাথে নিগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। এছাড়া, করখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে বৈদেশিক ফান্ড সংগ্রহের জন্য পিডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক ইআরডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় পরিবর্তন (বৃদ্ধি/হ্রাস) (Time & Cost Over-run**) হওয়ার কারণ:**

প্রকল্পটি ৩৬৯৫.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগস্ট ২০১৭ হতে নভেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৬.০৫.২০১৭ তারিখে সেতু বিভাগের সচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি ও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৬৩২৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০২০ সন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৯। সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

১৯.১। **ডিপিপি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পটি ৩৬৯৫.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগস্ট ২০১৭ হতে নভেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৬.০৫.২০১৭ তারিখে সেতু বিভাগের সচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি ও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৬৩২৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০২০ সন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং মূল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯.২। **প্রকল্পের আর্থিক অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩২৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৭৩৯.১৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০০%। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজন অনুসারে এ ব্যয় হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রকল্প ব্যয় কম হলেও প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যথার্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৩। **অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পের কোন অডিট আপত্তি নেই বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানা যায়। কিন্তু প্রকল্পটির বিপরীতে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অডিট সম্পন্ন হয়ে থাকলে ও কোন আপত্তি না থাকলে তার প্রমাণক প্রয়োজন। আর প্রকৃতপক্ষে কোন অডিট না হয়ে থাকলে অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৯.৪। **সার্বিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:** আরডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়।

১৯.৫। **সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:** আরডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়।

১৯.৬। **সংগৃহীত অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংক্রান্ত পর্যালোচনা:** প্রকল্প অফিস হতে কোন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BOQ অনুযায়ী যেসব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করে তা প্রকল্প শেষে মালামাল বুঝে নেওয়া সংক্রান্ত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক বুঝে নেয়া হয় এবং MRR-এ তালিকাভুক্ত করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ হলো ডিজিটাল স্ক্যানার ০৪টি, এসএলআর ডিজিটাল স্টীল ক্যামেরা ০৪টি, এইচডি ডিজিটাল হ্যান্ড ক্যামেরা ০৪টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার ১২টি, ল্যাপটপ ০৮টি, সাদা কালো প্রিন্টার ০৩টি, কালার প্রিন্টার ০৩টি। ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ হলো এক্সিকিউটিভ টেবিল ২০টি, এক্সিকিউটিভ চেয়ার ২০টি, টেবিল ৪০টি, অরডিনারি চেয়ার ৪০টি, স্টীল আলমারি ২০টি, ফাইল কেবিনেট ১০টি, ভিজিটর চেয়ার ২০টি, কম্পিউটার টেবিল ১২টি, প্রিন্টার ডেস্ক ০২টি, সাইড টেবিল ২০টি, কনফারেন্স টেবিল ১০টি চেয়ারসহ ০১টি, রিভলবিং চেয়ার ২০টি। মালামাল বুঝে নেওয়ার প্রতিবেদনে ৪০টি টেবিলের মধ্যে ১১টি এবং ৪০টি সাধারণ চেয়ার-এর মধ্যে ১১টি পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া প্রিন্টার ডেস্ক ও সাইড টেবিল পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মালামাল না পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন **(সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য)**।

১৯.৭। **প্রকল্পের দাপ্তরিক মনিটরিং সংক্রান্ত পর্যালোচনা:** প্রকল্পটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয়েছে । এছাড়া আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটি দু'বার পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৯.৮। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যবেক্ষণ:** প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩২৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয়েছে ৪৭৩৯.১৪ লক্ষ টাকা। তবে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি শতভাগ অর্জন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৯। **গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত):**

*) ক্রয়কৃত পণ্যের মান ও যথাযথ উপযোগীতা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-

প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের সংস্থান ছিল না। তবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BOQ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করে, যা প্রকল্প শেষে বুঝে নেওয়া হয়। ক্রয়কৃত মালামালগুলো যথাযথ গুণগতমান সম্পন্ন বলে জানা যায়।

*) সংগৃহীত সেবার (প্রতিবেদন/ষ্টাডি/তথ্যপ্রযুক্তি সিষ্টেম) মান ও যথাযথ উপযোগীতা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

*) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান ও যথাযথ উপযোগীতা (চাহিদা যাচাই, মডিউলের মান ও যথার্থতা, প্রশিক্ষনার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষনার্থীদের মূল্যায়ন, প্রশিক্ষনার্থী কর্তৃক কোর্স মূল্যায়ন, অনলাইন সেলফ-লারনিং এর সুযোগ, প্রশিক্ষনার্থী তথ্যভান্ডার ইত্যাদি) বিষয়ে পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-প্রযোজ্য নয়।

১৯.১০। **সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):**

*) এ প্রকল্পে এখনও কোন সুবিধাভোগী সৃষ্টি হয়েছে কিনা?

প্রকল্পটি একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। কাজেই এখনই কোন সুবিধাভোগী সৃষ্টি হয়নি। তবে পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী দেশের সকল নাগরিক। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশকৃত নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সারা দেশের মানুষ এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

১৯.১১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশকৃত নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের ডিপিপি হালনাগাদ করা প্রয়োজন হবে। এছাড়া হালনাগাদ তথ্য দ্বারা প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা সমীচীন হবে।

২০। **প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রলম্বিত হওয়া (Time Over-run) বিষয়ক পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):**

- কাজের আওতা বৃদ্ধিঃ বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়; যা প্রকল্পের মুল ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঙ্গারামপুর সড়কটি বেশ আঁকাবাঁকা ও সরু। যার ফলে উক্ত সড়কের ৪০ কিমি রাস্তা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়।
- প্রকল্পের inception report অনুযায়ী সেতুর নিচ দিয়ে বড় ফেরী/জাহাজ চলাচল করে বিধায় সেতু নির্মাণের জন্য large span প্রস্তাব করা হয়। যে কারণে ১২০-১৫০ মিটার গভীরতায় soil investigation করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়; যেখানে মূল ডিপিপি অনুযায়ী ৫০-৮০ মিটার গভীরতায় soil investigation এর বিধান ছিল।
- সংশোধিত ডিপিপিতে Land Acquisition Plan ও Resettlement Action Plan অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- আয়কর কর্তন হার বৃদ্ধিঃ মুল ডিপিপি অনুযায়ী ১২% আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছিলো। সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আরডিপিপিতে তা ২০% এ বৃদ্ধি করা হয়।
- কাজের আওতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের সময়সীমা নভেম্বর ২০১৮ সন হতে বৃদ্ধি করে জুন ২০২০ সন পর্যন্ত করা হয়।

২১। **প্রকল্পের ব্যয় পরিবর্তন (বৃদ্ধি/হ্রাস) (Cost Over-run) হওয়া বিষয়ক পর্যবেক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):**
প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিমুল্য ছিল ৩৯৭০.২৪ লক্ষ টাকা। যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬৩৪.৫৫ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়। প্রকল্পের ভেরিয়েশন প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটি কর্তৃক ০৯/০৫/২০১৮ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়।

২২। **বাস্তবায়ন দক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন:**

নং	দক্ষতা **নির্দেশক**	প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিজস্ব		আইএমইডির	
		মূল্যায়ন	**যৌক্তিকতা**	মূল্যায়ন	মন্তব্য
১	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী বাস্তবায়ন হলে বা প্রয়োজন হলে দ্রুত সংশোধনপূর্বক বাস্তবায়ন	০৬	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা যেত, কার্যপরিধি ও সময় বৃদ্ধির কারণে ডিপিপি সংশোধন করে সংশোধিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।	০৫	মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।
২	আর্থিক বাবস্থাপনা ও শৃংখলা রক্ষা এবং নির্ধারিত ব্যয় অনুযায়ী বাস্তবায়ন	০৬	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এবং সব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।	০৩	মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত ব্যয় অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় অডিট সম্পন্নের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
৩	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময়ানুযায়ী বাস্তবায়ন	০৬	কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১২৭% বৃদ্ধি পায়। এ বর্ধিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।	০৫	মূল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
৪	ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	০৬	ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	০৫	মূল ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
৫	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ	০৬	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।	০৬	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
৬	অর্থছাড় ও ব্যবহার	০৬	যথাযথভাবে অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।	০৬	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
৭	চুক্তি ব্যবস্থাপনা	০৫	চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়েছে।	০৫	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
৮	পণ্য/কার্য/সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ	০৫	কার্য সম্পাদনকালে যথাযথ মানের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিং করা হয়।	০২	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি।
৯	চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি আগাম চিহ্নিতকরণ ও ব্যাবস্থাপনা	০৫	কোভিড-১৯ এর কারণে কাজ চালিয়ে নেয়া কিছুটা ঝুঁকি ছিল। তবে মাঠ পর্যায়ের কাজ আগে থেকেই সম্পন্ন করে রাখায় ঝুঁকি কিছুটা কম ছিল। বিদেশী পরামর্শকদের চলাফেরায় বাধ্যবাধকতা থাকলেও রিপোর্টিং ও ডিজাইনের কাজ ঘরে বসেই নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।	০৫	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
১০	সার্বিক ব্যবস্থাপনা	০৬	অত্যন্ত সন্তোষজনক।	০৫	সন্তোষজনক
	মোট প্রাপ্ত নম্বর (৬০ এর মধ্যে)	৫৭		৪৭	

নম্বর বিভাজনঃ অত্যন্ত সন্তোষজনক-৬/ সন্তোষজনক-৫/ মোটামুটি সন্তোষজনক-৪/ মোটামুটি অসন্তোষজনক-৩/ অসন্তোষজনক-২/অত্যন্ত অসন্তোষজনক-১

২৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন মূল্যায়ন (অনুচ্ছেদ ১৭ এর আলোকে):

(নম্বর বিভাজনঃ অত্যন্ত সন্তোষজনক-১০/ সন্তোষজনক-৮/মোটামুটি সন্তোষজনক-৬/মোটামুটি অসন্তোষজনক-৪/অসন্তোষজনক-২/অত্যন্ত অসন্তোষজনক-১)

নং	নির্দেশক	প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিজস্ব		আইএমইডির	
		মূল্যায়ন	যৌক্তিকতা	মূল্যায়ন	মন্তব্য
১	**প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন**	০৯	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৪টি ও পূর্বাঞ্চলে ১টি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই, এ্যালাইনমেন্ট চুড়ান্তকরণ, প্রাথমিক ডিজাইন ও নক্সা প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির লক্ষ্য পরিপুর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে।	০৯	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
২	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন**	১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সকল কার্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১০	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
৩	**আউটপুট অর্জন**	০৯	প্রকল্পের আউটপুট অর্জনের প্রথম ধাপ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। পরিপূর্ণ অর্জন সম্ভব হবে এ স্টাডির ভিত্তিতে নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে।	০৯	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
৪	**ঈপ্সিত গুণগত মান অনুযায়ী প্রধান কার্যক্রম অর্জন**	০৯	ঈপ্সিত গুণগত মান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যক্রম অর্জিত হয়েছে।	০৯	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মূল্যায়ন সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
	মোট প্রাপ্ত নম্বর (৪০ এর মধ্যে)	৩৭		৩৭	

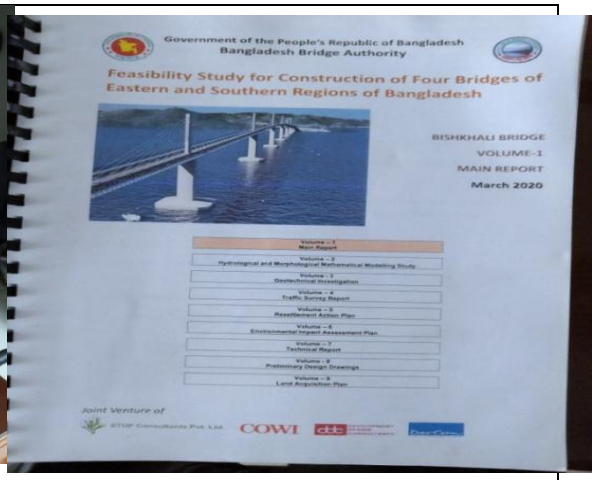
২৪। সার্বিক মূল্যায়ন (অনুচ্ছেদ ২২ এবং ২৩ এর ভিত্তিতে): (নম্বর বিভাজনঃ অত্যন্ত সন্তোষজনক-৮৫-১০০/ সন্তোষজনক-৭৫-৮৪/ মোটামুটি সন্তোষজনক-৬০-৭৪/ মোটামুটি অসন্তোষজনক-৫০-৫৯/ অসন্তোষজনক-৪০-৪৯/ অত্যন্ত অসন্তোষজনক- ৪০ এর নীচে**):**

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে ৬০ নম্বরের মধ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নে ৫৭ নম্বর এবং আইএমইডি'র মূল্যায়নে ৪৭ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন মূল্যায়নে ৪০ নম্বরের মধ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নে ৩৭ নম্বর এবং আইএমইডি'র মূল্যায়নেও ৩৭ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২২ এবং ২৩ এর ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যায়নে ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মূল্যায়নে ৯৪ নম্বর এবং আইএমইডি'র মূল্যায়নে ৮৪ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। উভয়ের নম্বর বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্পটি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

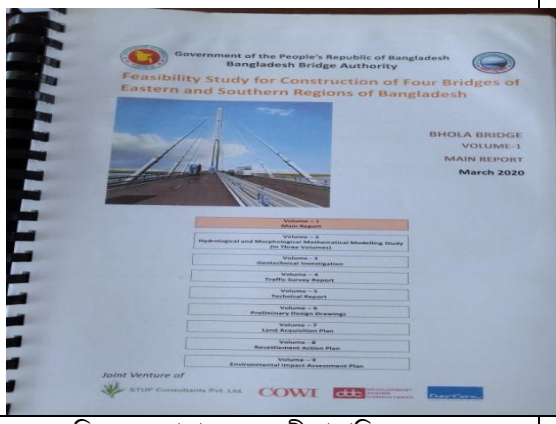
২৫। **প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:**



চিত্র-১: প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক



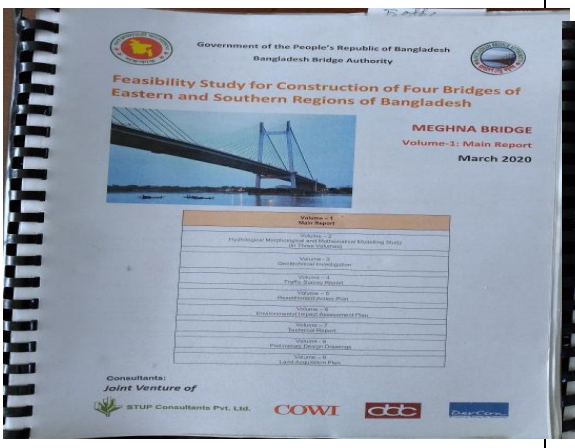
চিত্র-২: বিশখালী সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন



চিত্র-৩: ভোলা সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন



চিত্র-৪: পায়রা সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন



চিত্র -৫: মেঘনা সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন



চিত্র-৬ : কারখানা সেতুর সমীক্ষা প্রতিবেদন

২৬। **সুপারিশ/মতামত:**

২৬.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'বাস্তবায়ন দক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন' এবং 'প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন মূল্যায়ন'০২টি ক্যাটাগরিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যায়নে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৪ নম্বর এবং আইএমইডি'র মূল্যায়নে ৮৪ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। নম্বর বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্পটি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। (**অনুচ্ছেদ ২২, ২৩ ও ২৪ দ্রষ্টব্য**)।

২৬.২ মালামাল বুঝে নেওয়া সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদনে ৪০টি টেবিলের মধ্যে ১১টি এবং ৪০টি সাধারণ চেয়ার-এর মধ্যে ১১টি পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, প্রিন্টার ডেস্ক ও সাইড টেবিল পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা

হয়েছে। মালামাল না পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে (**অনুচ্ছেদ ১৯.৬ দ্রষ্টব্য**);

২৬.৩ প্রকল্পের অনুকূলে কোন অডিট আপত্তি নেই বলে প্রকল্প অফিস থেকে বলা হলেও প্রকৃতভাবে প্রকল্পের আওতায় অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন বিষয়ে যথাযথ প্রমাণক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে অডিট সম্পন্ন না হয়ে থাকলে অডিট কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে (**অনুচ্ছেদ ১৯.৩ দ্রষ্টব্য**); এবং

২৬.৪ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশকৃত নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের ডিপিপি হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া, হালনাগাদ তথ্য দ্বারা প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা সমীচীন হবে (**অনুচ্ছেদ ১৯.১১ দ্রষ্টব্য**)।

২৬.৫ উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত ২৬.২ থেকে ২৬.৪ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থার অগ্রগতি ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।